POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 2

গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 23

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 8 জুন, 2017 8 এহসান, 1396 হিজরী শামসী ১২ রমযান 1438 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহর কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

প্রকৃত সুখের উৎস -'খোদা'

যদি তোমরা তাঁহার সাহায্য কামনা না কর এবং তাঁহার নিকট হইতে শক্তি ভিক্ষা করাকে নিজের মূলনীতি বলিয়া নির্ধারণ না কর, তাহা হইলে তোমরা কোন সফলতাই লাভ করিতে পারিবে না এবং পরিশেষে বড়ই আক্ষেপের সহিত প্রাণ ত্যাগ করিবে।

খোদা-ই তোমাদের সকল তদবীরের কড়িকাঠ স্বরূপ। যদি কড়িকাঠ নীচে পড়িয়া যায় তবে বরগাগুলি কি ছাদে অবস্থান করিতে পারে? কখনও নয়, বরং উহা তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যাইবে এবং তাহাতে অনেক প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

তোমরা সত্যবাদী তখনই গণ্য হইবে, যখন প্রত্যেক কাজে এবং বিপদের সময়ে কোন তদবীর করিবার পূর্বে আপন গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া খোদার আস্তানায় প্রণত হইয়া বলিবে, 'হে প্রভু! আমি বিপদে পড়িয়াছি, তুমি আপন অনুগ্রহে আমাকে বিপদ মুক্ত কর।' তখন রুহুল কুদুস (পবিত্র আত্মা) তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং গায়েব (অদৃশ্য) হইতে কোন পথ তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করা হইবে। আপন আত্মার প্রতি সদয় হও এবং যাহারা খোদার সহিত সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করিয়া পার্থিব উপকরণে আপাদমস্তক নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে, এমনকি খোদার নিকট শক্তি প্রার্থনা করিতে মুখে 'ইনশাআল্লাহ' বাক্যটুকু উচ্চারণ করে না, তোমরা তাহাদের অনুগামী হইও না। খোদা তোমাদিগকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি প্রদান করুন যেন তোমরা উপলব্ধি করিতে পার যে, খোদা-ই তোমাদের সকল তদবীরের কড়িকাঠ স্বরূপ। যদি কড়িকাঠ নীচে পড়িয়া যায় তবে বরগাগুলি কি ছাদে অবস্থান করিতে পারে? কখনও নয়, বরং উহা তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যাইবে এবং তাহাতে অনেক প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে। অনুরূপভাবে তোমাদের তদবীরও খোদার সাহায্য ছাড়া কায়েম থাকিতে পারে না। যদি তোমরা তাঁহার সাহায্য কামনা না কর এবং তাঁহার নিকট হইতে শক্তি ভিক্ষা করাকে নিজের মূলনীতি বলিয়া নির্ধারণ না কর, তাহা হইলে তোমরা কোন সফলতাই লাভ করিতে পারিবে না এবং পরিশেষে বড়ই আক্ষেপের সহিত প্রাণ ত্যাগ করিবে।

কখনও ইহা মনে করিও না যে, তাহা হইলে অন্যান্য জাতি কিরূপে কৃতকার্য হইতেছে। যদিও তাহারা তোমাদের কামেল ও সর্বশক্তিমান খোদা সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহে? ইহার উত্তর এই যে, তাহারা খোদাকে পরিত্যাগ করায় এক পরীক্ষায় নিপতিত হইয়াছে। খোদা তা'লার পরীক্ষা কখনও এরূপও হইয়া থাকে যে, যে ব্যক্তি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পার্থিব আমোদ ও সুখ-সম্ভোগে মত্ত হয় এবং পার্থিব সম্পদের প্রতি আসক্ত হয়, তখন তাহার জন্য পৃথিবীর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ধর্মের দিক দিয়া সে সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও উলঙ্গ হইয়া যায়। অবশেষে পার্থিব দুঃশ্চিন্তাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে এবং সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। আবার কখনও সংসারের বিফলতা দ্বারাও পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু শেষোক্ত পরীক্ষা প্রথমোক্ত পরীক্ষার ন্যায় ভয়ঙ্কর নহে, কেননা, প্রথমোক্ত পরীক্ষায় নিপতিত ব্যক্তি অধিকতর অহংকারী হইয়া থাকে। যাহা হউক, এই উভয় শ্রেণীর লোকই অভিশপ্ত। প্রকৃত সুখের উৎস -'খোদা'। অতএব যেহেতু এই সকল ব্যক্তি সেই 'হাইয়্যন' (চিরঞ্জীব) ও কাইয়্যম (চিরস্থায়ী) খোদা সম্বন্ধে অজ্ঞ, বরং উদাসীন এবং তাঁহা হইতে মুখ ফিরাইয়া নিয়াছে, সেক্ষেত্রে তাহারা কি করিয়া প্রকৃত সুখের অধিকারী হইতে পারিবে? ধন্য সেই ব্যক্তি যে এই রহস্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে এবং যে ইহা উপলব্ধি করিতে পারে নাই সে ধ্বংস হইয়াছে। দার্শনিকদের অনুসরণ করিও না এবং তাহাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিও না, কারণ এই সব দর্শন অজ্ঞতা-পূর্ণ। খোদার কালামে যাহা তোমাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহাই প্রকৃত দর্শন। যাহারা পার্থিব দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যাহারা খোদার কেতাবে প্রকৃত জ্ঞান ও দর্শন অনুসন্ধান করিয়াছে তাহারাই সফলকাম হইয়াছে। অজ্ঞাতার পথ কেন অবলম্বন কর? তোমরা কি খোদাকে এমন কথা শিখাইতে চাহ যাহা তিনি জানেন না.? তোমরা কি পথের সন্ধান লাভের জন্য অন্ধের পিছনের দৌড়াইবে? হে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ! যে নিজেই অন্ধ সে কেমন করিয়া তোমাদিগকে পথ দেখাইবে? বরং প্রকৃত দর্শন (জ্ঞান) রুহুল কুদুসের সাহায্যে লাভ হয়, যাহার সম্বন্ধে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। এই রূহের সাহায্যে তোমাদিগকে সেই পবিত্র জ্ঞানের মার্গে উন্নীত করা হইবে, যেখানে অন্যেরা পৌঁছিতে পারিবে না। যদি সততা ও নিষ্ঠার সহিত প্রার্থনা কর তাহা হইলে শেষে তোমরা ইহা লাভ করিবে তখন তোমরা উপলব্ধি করিবে যে, এই জ্ঞানই হৃদয়কে সজীবতা ও জীবন দান করে এবং 'একীনের মিনারায়' (দৃঢ় বিশ্বাসের চূড়ায়) পৌঁছাইয়া দেয়। যে মৃত দেহ ভক্ষণ করে, সে তোমার জন্য কোথা হইতে পবিত্র খাবার সংগ্রহ করিবে? যে নিজে অন্ধ সে কেমন করিয়া তোমাকে পথ দেখাইবে? প্রত্যেক পবিত্র জ্ঞান আকাশ আকাশ হইতে আসে। সুতরাং এই দুনিয়ার লোকদের নিকট কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছ? যাহাদের রূহ আকাশের দিকে ধাবিত হয়, তাহারাই দিব্য জ্ঞানের অধিকারী। যে নিজেই সান্ত্বনা লাভ করে নাই, সে কেমন করিয়া তোমাকে সান্ত্বনা দিতে পারিবে? কিন্তু এসবের জন্য সর্ব প্রথম পবিত্রতা, নিষ্ঠা ও সরলতার প্রয়োজন। তবেই ইহার পর এই সব কিছুই তোমরা লাভ করিবে।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ২৩-২৪)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

নিকাহ্‌র জন্য ওলীর অনুমতি আবশ্যক

সৌজন্যে: নাযারত ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া কাদিয়ান)

বিয়ে শাদীর প্রেক্ষাপটে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, বিশেষ করে মেয়েদের সামনে, যদিও মেয়ের পছন্দ অপছন্দও দৃষ্টিতে রাখা আবশ্যক, মহানবী (সা.) এই অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, মেয়ের পছন্দ-অপছন্দ দৃষ্টিতে রাখা আবশ্যক, কিন্তু একই সাথে ইসলাম এই কথা মেনে চলাকে আবশ্যক গণ্য করে যে, ওলীর অনুমতি ছাড়া বিয়ে বৈধ নয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ বলছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে যদি পাঠিয়ে থাকেন আর প্রকৃতই তিনি যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের শরীয়ত অর্থাৎ ইসলামী শরীয়ত এটিই বলে যে, শরীয়ত নির্ধারিত ব্যতিক্রম ছাড়া কোন বিয়ে ওলীর অনুমতি ছাড়া বৈধ নয়। যদি এমন বিয়ে হয়ে যায় তাহলে সেটি অবৈধ এবং অসম্পূর্ণ হবে। এমন লোকদের বুঝানো আমাদের কর্তব্য । যদি এরা না বুঝে তাহলে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা আবশ্যক।

এমন ঘটনা অনেক সময় মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেও ঘটেছে। একবার এক যুবতী মেয়ে এক ব্যক্তির সাথে বিয়ের বাসনা ব্যক্ত করে, তার পিতা তা গ্রহণ করেনি। তারা উভয়ে কাদিয়ানের পাশ্বর্তী নাঙ্গলে চলে যায় এবং সেখানে গিয়ে এক মোল্লা দ্বারা বিয়ের এলান করায় আর বলা আরম্ভ করে যে, বিয়ে হয়ে গেছে, এরপর তারা কাদিয়ান ফিরে আসে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিষয়টি অবগত হয়লে উভয়কে কাদিয়ান থেকে বহিষ্কার করেন এবং বলেন যে, শুধু মেয়ের সম্মতি দেখে ওলীর মতামতকে অবজ্ঞা করে বিয়ে করা শরীয়ত পরিপন্থী। সেখানেও মেয়ে সম্মত ছিল, বলত যে আমি এই পুরুষের সাথে বিয়ে করব কিন্তু ওলীর মতামত না নিয়ে যেহেতু বিয়ে পড়িয়েছে তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাদেরকে কাদিয়ান থেকে বহিষ্কার করেন। অনুরূপভাবে (সে যুগে মুসলেহ্ মওউদের সামনেও কোন বিয়ে হয়েছে) তিনি বলেন যে এই বিয়ে অবৈধ। তিনি বলেন যে, আমি ছেলের মাকে এই কথাই বলেছি। (ছেলের মাকে বলেছেন। একজন মহিলা এসে বলছিল যে, যেহেতু মেয়ে সম্মত ছিল তাই আমার ছেলে বিয়ে করে এমন কি পাপের কাজ করে ফেলল?) আমি তাকে বললাম যে দেখ! তোমার ছেলের বিয়ে হচ্ছে বলে তুমি বলছ যে, মেয়ে সম্মত ছিল তাই ওলীর সম্মতির আর প্রয়োজন কি? কিন্তু তোমারও তো মেয়ে আছে। যদি তাদের বিয়ে হয়ে থাকে তবে তাদেরও হয়তো মেয়ে আছে। তাদের মধ্যে কোন মেয়ে এইভাবে কোন পরপুরুষের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করুক এমনটি কি তুমি চাইবে?"

(খুতবাতে মাহমুদ, ১৮তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৫-১৭৬)

যেভাবে পূর্বে বলা হয়েছে যে, পিতামাতাকেও এতটা অকারণে কঠোর হওয়া উচিত নয় যে মিথ্যা আত্মভিমানের নামে কোন বৈধ কারণ ছাড়া বিয়ে দিবে না এবং হত্যার মত পাশবিক কর্মকাণ্ড করে বসবে। আর মেয়েদেরকেও ইসলাম ঘর থেকে বেরিয়ে আদালতে গিয়ে বা মৌলভীর কাছে গিয়ে বিয়ে করার বা নিকাহ পড়ানোর অনুমতি দেয় না। বাধ্যবাধকতার যদি পরিস্থিতি থেকে থাকে তাহলে মেয়েরাও খলীফায়ে ওয়াক্তকে লিখতে পারে। পরিস্থিতি অনুসারে খলীফায়ে ওয়াক্ত মারুফ সিদ্ধান্ত যা হয় তাই করবেন। তাই মেয়ে এবং ছেলেরা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার নীতি যদি সামনে রাখে তাহলে আল্লাহ্ তা'লাও অনুগ্রহ করবেন।

মুসলমানদের পক্ষে কি পশ্চিমা সমাজে সমন্বিত হওয়া সম্ভব?

(শেষ পর্ব)

যেভাবে আমি বলেছি, এই যুগে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ইসলামের প্রকৃত বাণী প্রচার ও প্রদর্শন করে যাচ্ছে। এর আলোকে আমি তাদেরকে অনুরোধ করবো যারা সংখ্যালঘু কিছু মুসলমানের আচরণের ভিত্তিতে ইসলামের উপর আপত্তি উত্থাপন করে যে, ঐ সকলকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অবশ্যই প্রশ্ন করুন এবং তাদের দায়ী করুন, কিন্তু, এরূপ অন্যায় উদাহরণ ব্যবহার করে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে অপমান ও অবমূল্যায়ন তাদের করা উচিত নয়। ইসলামের শিক্ষাকে জার্মানী বা বিশ্বের অন্য দেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বা হুমকি স্বরূপ বলে আপনাদের গণ্য করা উচিত নয়। এ নিয়ে আপনাদের উদ্বিগ্নও হওয়া উচিত নয় যে, একজন মুসলমান জার্মান সমাজে একাত্ম হতে পারবে কি না। যেভাবে আমি ইতোমধ্যে বলেছি, ইসলামের একটি অনন্য বৈশিষ্ট হল এটি মুসলমানদের জন্য সকল ভালো বিষয়কে গ্রহণ করার শিক্ষা দেয় আর তাই এতে কোন সন্দেহ নাই যে, মুসলমানেরা যেকোন সমাজে বসবাস করতে পারে। যদি কেউ এর বিপরীত কিছু করে তবে সে নামে মুসলমান, কিন্তু ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার অনুসারী নয়। নিশ্চয়, যদি কোন মুসলমানকে এমন কিছু করতে বলা হয় যা সঠিক নয় বা শালীনতা বা ধর্মের পবিত্রতা সংক্রান্ত পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আদেশাবলী উপেক্ষা করতে বলা হয় বা পুণ্যকর্মের বিপরীত আচরণ করতে বলা হয়, তবে তারা তা করতে পারেন না। তবে, এ বিষয়গুলো সমাজে একান্ত তার বিষয় নয় বরং প্রকৃত পক্ষে ব্যক্তিগত ধর্মীয় স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

ধর্মীয় স্বাধীনতার লংঘন এমন একটি প্রশ্ন নয় যার বিরুদ্ধে মুসলমানগণ একাই দন্ডায়মান হবেন, সকল আন্তরিকতাপূর্ণ ও শিষ্টাচারী ব্যক্তির খোলাখুলি ঘোষণা করা উচিত যে কোন সরকার বা সমাজের কারো ব্যক্তিগত ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। এটি আমার দোয়া যে, জার্মানী, আর প্রত্যেক এমন দেশ যা বিভিন্ন জাতিসত্ত্বা ও সংস্কৃতির মানুষের আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে, যেমন একে অপরের আবেগ-অনুভূতির প্রতি সর্বোচ্চ মানের সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন করতে পারে, এভাবে তারা যেন পারস্পরিক ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও শান্তি প্রদর্শনকারীদের পতাকাবাহীতে পরিণত হয়। এটি বিশ্বের স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের কারণ হবে, যার ফলে পারস্পরিক সহিষ্ণুতার চরম অনুপস্থিতিতে যে ধ্বংসের দিকে বিশ্ব ধেয়ে চলেছে তা থেকে একে রক্ষা করা যাবে।

ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের হুমকি আমাদের উপর ছেয়ে রয়েছে, আর তাই এরূপ বিপর্যয় থেকে আমাদেরকে রক্ষার জন্য, প্রত্যেক দেশের এবং প্রত্যেক, ব্যক্তির ধার্মিক হোক বা না হোক, অত্যন্ত গভীর সতর্কতার সাথে প্রতিটি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। বিশ্ব জুড়ে প্রত্যেক ব্যক্তি এ বাস্তবতাকে অনুধাবন করুন। পরিশেষে আমি আপনাদের সবাইকে আজ উপস্থিত হয়ে আমার বক্তব্য শোনার সময় ব্যয় করার জন্য আর একবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই। আল্লাহ্ আপনাদের সকলকে আশীষ মণ্ডিত করুন। আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।

****

সফরে এবং অসুস্থতায় রোযা পালন সম্পর্কিত নির্দেশনা

সংকলন: রইস আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলা।

ইসলাম ধর্ম হচ্ছে প্রাকৃতিক এবং এর সমস্ত বিধি বিধান পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের ফিতরত এবং চরিত্রের দিকে দৃষ্টি রেখে সন্নিবেশিতি রেখে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বর্ণনা করেছেন। আর যার ব্যাখ্যা আঁ হযরত (সা.)-এর বর্ণনাতে পাওয়া যায় আর অপর দিকে তিনি (সা.) তাঁর সুন্নত দ্বারা সেই বিধি বিধানের উপর আমল করে দেখিয়েছেন। আঁ হযরত (সা.) -এর পূর্ণাঙ্গ যিল্ল হযরত হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজের বর্ণনা এবং নিজের জীবনে আঁ হযরত (সা.)-এর সুন্নতের উপর আমল করে আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

রোযা সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.)-এর সমস্ত নির্দেশ হাদীসে আছে। যার উপর তিনি (সা.) আমল করেছেন এবং করিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য যে, সাধারণ মানুষ এই বিধি-বিধান ছেড়ে দিয়ে নিজেদের উপর এমন বোঝা নিয়েছে যেটা কুরআন ও হাদীসে বিরোধী। যার মধ্যে আছে সফরে অথবা অসুস্থ অবস্থায় রোযা রাখা, সাবালক হওয়ার আগে শিশুদের রোযা রাখানো, গর্ভবতী ও স্তনদানকারী মহিলাদের রোযা রাখা এর অন্তর্ভুক্ত। আশ্চর্যজনক কথা অধিকাংশ আলেমধারী লোক সাধারণ মানুষকে শুধু এই জন্য এই ধারণা থেকে বাধা দেন না যে কোথাও যেন তাদের সম্মান হানি না হয়। বিশেষ করে গয়ের আহমদীদের মধ্যে বংশ পরম্পরায় ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে এই প্রথা জারি আছে। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত যে, হযরত আকদস মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ মাহদী মাওউদ (আ.) ন্যায় বিচারক ও মিমাংসারী হয়ে এসেছেন এবং

এরপর সাতের পাতায়.....

জুমআর খুতবা

আমরা যারা আহমদী বলে পরিচিত, আমাদের সত্যিকার আহমদী হওয়া তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা ক্ষণস্থায়ী জাগতিক কামনা-বাসনা এবং ভোগ বিলাসকে লক্ষ্য নির্ধারণ করব না।

তাঁর সৃষ্ট নেয়ামতকে তুমি কাজে লাগাবে না, কিন্তু আল্লাহ তা'লা অবশ্যই বলেন, জাগতিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার বিষয়ে এতটা নিমজ্জিত হয়ো না যে, ধর্মীয় দায়িত্ব এবং খোদার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতি তোমার কোন দৃষ্টিই না থাকে।

জাগতিক আয়-উপার্জনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যেন ধর্মের সেবা হয় এবং এমন উপায়ে আয়-উপার্জন করা উচিত যাতে তা ধর্মের সেবক হয়।

কুরআন মজীদ, হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে জাগতিক ক্রীড়া-কৌতুক, আত্মশ্লাঘা, আর্থিক সমৃদ্ধিজনিত অহংকার এবং আড়ম্বর এবং সন্তান-সন্ততি বিষয়ক পরীক্ষা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং জাগতিক কল্যাণ অর্জন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী।

খানপুর, জেলা রহীম ইয়ার খান নিবাসী মাননীয় বাশারত আহমদ সাহেব এবং লাহোরের মাননীয়া প্রফেসর তাহেরা পারভীন মালিক সাহেবার শাহাদত বরণ। তাদের প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ফ্রাঙ্কফোর্টের রনহামে প্রদত্ত ৫ই মে , ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (৫ হিজরত, ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন।

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۭ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ۭ وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۭ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ - (الحدید:21)

(সূরা আল হাদীদ: ২১)

এই আয়াতের অনুবাদ হল- (হে মানুষ!) তোমরা জেনে রাখ, এই পার্থিব জীবন ক্রীড়াকৌতুক, চাক-চিক্য, সৌন্দর্য, তোমাদের মাঝে পরস্পর আত্মশ্লাঘা, এবং ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা মাত্র। এর উদাহরন বারিধারার ন্যায় যার (দ্বারা উৎপাদিত) শাক-সজি কৃষকদের চমৎকৃত করে, অতঃপর তা পরিপক্ক হয়। এবং এক পর্যায়ে তুমি তাকে হলুদ বর্ণ দেখতে পাও যা অবশেষে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। এবং পরকালে রয়েছে (দুনিয়াদার লোকদের জন্য) কঠিন আযাব। এবং আল্লাহর নিকট হতে ক্ষমা এবং সন্তুষ্টি। আর এই পার্থিব জীবন (সাময়িক) ভোগ্য বস্তু ব্যতিত কিছুই নয়।

আল্লাহ তা'লা কুরআন শরিফে এ দিকে বেশ কয়েকবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বরং সতর্ক করেছেন যে, বাহ্যিক ইহজাগতিক জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধি, এর উপায়-উপকরণ এবং এর ধনসম্পদ, এ সবই ক্ষণস্থায়ী। এগুলি সবই ক্রীড়া-কৌতুক এবং আমোদ প্রমোদের সামগ্রী ব্যতীত আর কিছুই নয়। নিজের জীবনের লক্ষ্য এবং খোদা সম্পর্কে উদাসীন মানুষ এসব পার্থিব জিনিস ও বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু একজন মু'মিন যার এক মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে আর থাকা উচিত, সে এসব বিষয়ের বহু উর্ধ্বে এবং গভীর বিষয়ে চিন্তা করে। আর সে মহান এই লক্ষ্য, এবং খোদার নৈকট্য ও তাঁর ভালোবাসা লাভের চেষ্টা করে। আমরা যারা যুগ ইমাম এবং রসুলে করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ও মাহদীর জামা'তভুক্ত হওয়ার এবং তাঁর হাতে বয়আত করার দাবি করি, আমাদের চিন্তা ভাবনা অবশ্যই অনেক উচ্চ ও উন্নত হওয়া উচিত। আমরা যারা আহমদী বলে পরিচিত, আমাদের সত্যিকার আহমদী হওয়া তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা ক্ষণস্থায়ী জাগতিক কামনা-বাসনা এবং ভোগ বিলাসকে লক্ষ্য নির্ধারণ করব না। বস্তুজগত আজ যেসব ভোগ বিলাসে লিপ্ত এবং প্রতি পদে পদে শয়তান এমন আখড়া বানিয়ে রেখেছে যে, পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রতিটি ব্যক্তিকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। পুরো চেষ্টা করে আমাদেরকে তা এড়িয়ে চলতে হবে। আমাদের লক্ষ্য কখনো জাগতিক ধনসম্পদ এবং ভোগ-বিলাস হওয়া উচিত নয়। কেননা, এগুলোর পরিণতি ভালো হয় না। বস্তুজগতের এসব জিনিসের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'লা বলেন, এগুলো ফুলে ফলে সুশোভিত ফসলের ন্যায় কিন্তু অবশেষে শুকিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় আর প্রবল বাতাস তা উড়িয়ে নিয়ে যায়। বস্তুবাদি লোকদের পরিণতিও এমনি হয়ে থাকে। তাদের ধনসম্পদের প্রাচুর্যও তাদের কোন কাজে আসে না আর তাদের সন্তান-সন্ততিও তাদের কোন কাজে আসে না। কেউ কেউ তো এ পৃথিবীতেই নিজের ধনসম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কারো বাহ্যিক পরিণতি আকর্ষণীয় মনে হলেও পরকালে তাদের যে হিসাব হবে, নিছক জাগতিক ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত হওয়ার কারণে, খোদা ও ধর্মের অংশশূণ্য হওয়ার কারণে এবং সে দিকে বেশি দৃষ্টি থাকার কারণে তাদেরকে তা শাস্তির সম্মুখীন করবে। এমনও আছে, যাদের এমন কিছু পূণ্যকর্ম থাকে, যার ফলে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে স্বীয় ক্ষমার চাদরে আবৃত করেন আর তাদের সাথে ক্ষমার আচরণ করেন। খোদার রহমত এবং করুণা অত্যন্ত বিস্তৃত। সেই করুণার ফলশ্রুতিতে ঐশী নিয়তির অধিনে তারা খোদার সন্তুষ্টিও অর্জন করে। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে, খোদা তা'লা বলছেন, এই ইহজগতকেই সবকিছু জ্ঞান করবে না। প্রকৃত জীবন হল, মৃত্যুর পরের জীবন। তাই খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ও শুভ পরিণতির জন্য খোদার সাথে সু-সম্পর্ক স্থাপন এবং তাঁর নির্দেশ পালন করা অবশ্যক। মানুষ যখন আল্লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে, তার নির্দেশিত পথে পদচারণার চেষ্টা করে, তখন তার পরিণতি কেবল শুভ-ই হয় না, বরং ইহজাগতিক স্বার্থও তার সিদ্ধি হয়। খোদা তা'লা এ কথা বলেন না যে, তাঁর সৃষ্ট নেয়ামতকে তুমি কাজে লাগাবে না, কিন্তু

আল্লাহ তা'লা অবশ্যই বলেন, জাগতিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার বিষয়ে এতটা নিমজ্জিত হয়ো না যে, ধর্মীয় দায়িত্ব এবং খোদার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতি তোমার কোন দৃষ্টিই না থাকে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, "যারা আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে এসে থাকেন, তারা বস্তুজগতকে পরিত্যাগ করেন। এ কথার অর্থ হল, বস্তুজগতকে তাঁরা নিজেদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেন না। শুধু বস্তুজগতই তাদের লক্ষ্য হয় না। আর যদি এটি না হয়, তাহলে এ বস্তুজগত তাদের সেবক ও দাসত্বের গণ্ডিতে এসে যায়। পক্ষান্তরে এ বস্তুজগতকে যারা নিজেদের মূল লক্ষ্যে পরিণত করে, যতই ধন-সম্পদ অর্জন করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত তারা লাঞ্ছিত হয়।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩১৭)

তাঁর এ কথাটি কেবল সে যুগের কথা নয় বা পুরনো কথা নয়, বরং আজও যখন মনে করা হয় যে, পৃথিবীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা খুবই দৃঢ় এবং বড় বড় ব্যাংকও রয়েছে। এত কিছু সত্ত্বেও ব্যাংকের উপর নির্ভর করে যারা ব্যবসা বাণিজ্য করে, তাদের ব্যবসা বাণিজ্যে দেউলিয়া হয়ে যায়। বরং এমনও দেখা গেছে যে, ব্যাংকও চরম ক্ষতির সম্মূখীন হয়। যার ফলশ্রুতিতে প্রায়শঃই সংবাদ আসে, কোন ব্যাংক তাদের কর্মচারীদের ছাটাই করেছে। কোথাও আবার বিভিন্ন শহরে তারা নিজেদের শাখা বন্ধ করেছে। বড় বড় কোম্পানি তাদের কর্মচারীদের ছাটাই করে। অনেক কোম্পানিকে তাদের কর্মচারীরা এবং ঋণদাতা ব্যাংকও আদালতে টেনে নিয়ে যায়, যেখানে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যকে দেউলিয়া প্রমাণ করতে হয়। নিজেদেরকে দেউলিয়া ঘোষণা দিতে হয়। তাদের সম্পত্তি নিলাম হয়ে যায় আর তারা এক এক পয়সার জন্য মানুষের মুখাপেক্ষী হয়ে যায়। ২০০৮ সনে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল, তার কুফল আজও বিরাজমান। তখন বড়বড় ব্যবসা দেউলিয়া হয়ে যায়, এমনকি অনেক দেশ এতে প্রভাবিত হয়েছে। তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো মনে করত যে, আমাদের এ সম্পদ কখনোই ফুরোবে না কিন্তু ফুরিয়েছে। তাদের সাথে কী হয়েছে? ঐ সব দেশের সরকারকেও ব্যয় সংকোচনের আশ্রয় নিতে হয়েছে, তাদের কর্মচারীদেরকে ছাটাই করতে হয়েছে। মুসলিম দেশগুলোর দুর্ভাগ্য যে, খোদা তা'লা তাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন, সেই সম্পদকে সেখানকার রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারী কর্মচারী এবং রাজনীতিবিদরা খোদার নির্দেশিত পথে জীবন যাপন করে সেটিকে খোদার সন্তুষ্টিলাভের মাধ্যম বানানোর পরিবর্তে নিজেদের বিলাসিতায় দু' হাতে উড়িয়েছে এবং এখনো উড়াচ্ছে। যে তেল ও অন্যান্য সম্পদের মাধ্যমে মানুষকে রক্ষা করা এবং দরিদ্র মুসলিম দেশ ও অন্যান্য দেশকেও নিজ পায়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা, নিজ দেশের ক্ষুধা পীড়িত মানুষদের ক্ষুধা নিবারণ করা এবং অভাবীদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করা উচিত ছিল, সেই সম্পদ তারা নিজেদের কুক্ষিগত করতে মগ্ন থেকেছে, তারা এদিকে দৃষ্টি দেয় নি। আর এখনও সেই একই অবস্থা বিরাজ করছে। যার ফলস্বরূপ তারা জগদ্বাসীর সামনে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হচ্ছে কিন্তু এরা বোঝে না আর সেই পরকালের প্রতিও দৃষ্টি দেয় না, যার আযাব সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা সতর্ক করেছেন, যা লাঞ্ছনাদায়ক ও অতিব কঠোর আযাব।

যাহোক, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, জাগতিক ধনসম্পদ তা ব্যক্তি মালিকানাধীন হোক বা বড় বড় ব্যবসায়ী বা বড় বড় কোম্পনির অথবা কোন দেশের হোক না কেন, এর অপব্যবহার মানুষকেখোদার শাস্তির লক্ষ্যে পরিণত করে। তিনি চাইলে ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতেই শাস্তি দেন অথবা চাইলে ইহজগতে সাময়িক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে দিয়ে পরকালে মানুষকে শাস্তি দিবেন।

কাজেই, এটি একটি চরম ভয়ের বিষয়। যেটিকে প্রত্যেক বিবেকবান মানুষ, খাঁটি মুসলমান এবং বিশেষ করে আল্লাহর সত্তায় ঈমান রাখা প্রত্যেক ব্যক্তিকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। কেবল বাহ্যিকভাবেই নয় বরং ইবাদত এবং খোদার নির্দেশাবলী মেনে চলার জন্য হৃদয়ে এক বেদনা এবং ব্যগ্রতা থাকা চাই। মানুষ বাহ্যত বলতে পারে যে, আমরা নামাযও পড়ি, ইবাদাতও করি, রোযাও রাখি তবে আল্লাহ তা'লা যে সমস্ত নেয়ামতরাজি দিয়েছেন, তা যদি অর্জন করার চেষ্টা করি তাতে অসুবিধা কী? প্রথমত ইবাদতে নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতা থাকা বাঞ্ছনীয়। তিনি এ কথা-ই বলেছেন যে, তোমাদের ইবাদাতে নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতায় থাকা দরকার। দ্বিতীয়তঃ নেয়ামতরাজি থেকে আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির প্রাপ্যও প্রদান করতে হবে। আমাদের এখানে কী হয়? বিভিন্ন দেশের বাদশারা ভ্রমনের জন্য জাহাজের বড় বহরসহ সাজ সরঞ্জাম নিয়ে যায়। বেশ কয়েক কোটি ডলার তাদের এই ভ্রমণের জন্য ব্যয় হয়। তাদের নিজেদের দেশের অনেক দরিদ্র এমনও আছে, যাদের এক বেলার অন্ন-সংস্থান হওয়াও দুরূহ বিষয়। তাই এটি নির্দেশ ভঙ্গের নামান্তর। এক দিকে আল্লাহর নাম নিবে আবার অপরদিকে তার নাম নিয়ে তার নির্দেশাবলীকে অস্বীকার করবে- এটি মানুষকেখোদার শাস্তির লক্ষ্যে পরিণত করে। এটিই হল, বাহ্যিক ক্রীড়া -কৌতুক আর বাহ্যিক জাগতিক সৌন্দর্য্য ও অহংকার। নিজের সম্পদের অপব্যবহার।

এমন লোকের সম্পর্কে এক জায়গায় হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন- " বাহ্যিক নামায এবং রোযার সাথে যদি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা না থাকে, তাহলে এমন নামাযের কোন অর্থ নেই।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪২০)

এমন লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা কুরআন শরিফে বলেন, فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ অর্থাৎ এমন নামাযিদের জন্য ধ্বংস অবধারিত। তাই খোদা তা'লা আমাদের কাছে এমন ইবাদত এবং এমন কাজ আশা করেন, যা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ হবে। আমরা যেন বান্দাদের অধিকার বা প্রাপ্য এই চেতনার সাথে প্রদান করি যা আমাদের হৃদয়ে সহানুভূতি এবং বেদনা সৃষ্টি করে। আমরা কারো উপর কোন অনুগ্রহ করছি, হৃদয়ে এমন ধারণার উদয় যেন না হয়। আর এমন ইবাদাতই খোদার কৃপারাজিকে আকর্ষণ করে। এমন সম্পদ মানুষকে খোদার ফযল এবং কৃপার উত্তরাধিকারী করে ।

আমি যেভাবে বলেছি আল্লাহ তা'লা জাগতিক আয় উপার্জন করতে বারণ করেন নি। খোদা তা'লা যে সমস্ত নেয়ামতরাজি সৃষ্টি করেছেন, তা অবশ্যই মু'মিনদের জন্য জায়েজ এবং বৈধ। শর্ত হল, বৈধ মাধ্যমে তা উপার্জিত হতে হবে। ধর্মের পথে এবং সৃষ্টির প্রাপ্য প্রদানের পথে যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায় । ইবাদতের পথে যেন তা বাধা সৃষ্টি না করে।

এ বিষয়ে নিজের উম্মতের সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর এই আশঙ্কা ছিল যে, এই পবিত্র বিপ্লব, যা তিনি সাহাবীদের মাঝে আনয়ন করেছিলেন, তারা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার চেতনায় যেভাবে সমৃদ্ধ ছিলেন, তা যেন মুসলমানদের ভবিষ্যত প্রজন্মের মাঝে কোথাও হারিয়ে না যায়।

একবার মহানবী (সা.) বলেছেন আমি আমার উম্মত সম্পর্কে যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি শঙ্কিত তা হলো, আমার উম্মত কামনা বাসনার দাসত্ব করবে। জাগতিক চাওয়া পাওয়ার দীর্ঘ বহর হবে তাদের। এসব কামনা-বাসনার দাসত্বের কারনে তারা সত্য থেকে দূরে সরে যাবে। জাগতিক আয় উপার্জনের পরিকল্পনা পরকাল সম্পর্কে তাদেরকে উদাসীন করে তুলবে। তিনি (সা.) বলেন যে, হে মানব মণ্ডলী! পৃথিবীর দিন ফুরিয়ে আসছে আর পরকালও আসার জন্য প্রস্তুত আর উভয় দিক থেকে সফর আরম্ভ হয়েছে। এ পৃথিবী তার পরিনতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অবশেষে কেয়ামত আসবে আর কিয়ামতে হিসাব নিকাশ হওয়ার সেই প্রস্তুতি চলছে। তিনি বলেন, উভয়ের মাঝে প্রত্যেকের কিছু দাস এবং গোলাম রয়েছে। এ বস্তু জগতেরও কিছু দাসত্বকারী আছে এবং পরকালেরও। তিনি বলেন, যদি তোমাদের বস্তু জগতের দাসত্বকে এড়িয়ে চলার সামর্থ থাকে, তাহলে এমনটি অবশ্যই কর। এখন তোমরা কর্মস্থলে বসবাস করছ। এখনো হিসাবের সময় আসে নি। কিন্তু আগামী কাল তোমরা পারলৌকিক ঘরে সফর করে যাবে। সেখানে কর্মের অবসান ঘটবে।

(বাহারুল আনোয়ার, শেখ মহম্মদ বাকের)

সেই আমল বা কর্মের সুযোগ পৃথিবীতেই রয়েছে তাই নিজেদের সংশোধন করো। অতএব এই ইহজগত বা এই বস্তু জগত হলো কর্মের নিবাস। এই ইহ জাগতিক আমল বা কর্ম পরকালে শাস্তি বা পুরস্কারে পর্যবসিত হবে। তাই কতটা সৌভাগ্যবান তারা যারা আমাদের মাঝে খোদার এ কথাকে স্মরণ রাখে যে, এ বস্তু জগত শুধু ক্রীড়া কৌতুক আর সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ আর পরস্পরের সাথে ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভিত্তিতে অহংকার প্রদর্শন বৈ কিছুই নয়। আর এর গুরুত্বই বা কী? এর গুরুত্ব শুষ্ক খড় কুটোর চেয়ে বেশি কিছু নয়। আর প্রবল বায়ু একে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আসল বিষয় হলো, খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর এ কথাই মহানবী (সা.) বলেছেন যে, নেক কাজ করো যেন খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারে।

সাহাবার রা. সব সময় এ কথার সন্ধানে থাকতেন যে কীভাবে আর কোন পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে আমরা এমন কথা শিখতে পারি এবং বুঝতে পারি যা খোদার সন্তুষ্টিতে পর্যবসিত হবে এবং আমাদেরকে নেক

ও পুণ্যবান মানুষে পরিনত করবে– এ সম্পর্কে তাঁরা মহানবী (সা.) কে প্রশ্ন করতেন। এই উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তি একবার মহানবী (সা.) এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলেন যে, হে আল্লাহর রসুল (সা.)! আমাকে এমন কোন কর্ম সম্পর্কে অবহিত করুন যা আমি করলে খোদা আমাকে ভালো বাসবেন। আর অন্যরা আমাকে পছন্দ করবে, আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন হবে আর বান্দারাও আমাকে ভালোবাসবে। মহানবী (সা.) বলেন যে, ইহ জগতের প্রতি উদাসীনতা এবং বিমুখতা প্রদর্শন করো, আল্লাহ তা'লা তোমাকে ভালোবাসবেন। মানুষের কাছে যে সমস্ত জাগতিক ধন-সম্পদ রয়েছে তা পাওয়ার বাসনা পরিহার করো। মানুষের সম্পদের প্রতি লোভের দৃষ্টিতে তাকাবে না। তাহলে মানুষ তোমাকে ভালোবাসবে।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যোহদ)

ইহজগত বা বস্তু জগতের প্রতি উদাসীনতার অর্থ এই নয় যে সমাজের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিবে বা বস্তু জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সন্ন্যাস যাপন করবে স্ত্রী-সন্তানদের প্রাপ্য অধিকারও দিবে না, যে ব্যবসা বানিজ্যে রয়েছ তাও ছেড়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে এবং জাগতিক কাজে পরিশ্রম করবে না। এটি কখনোই ইসলামের অভিপ্রায় নয়। আমাদের সামনে মহানবী (সা.) এর উত্তম জীবন আদর্শ রয়েছে। তিনি (সা.) বিয়েও করেছেন, স্ত্রীদের প্রাপ্য অধিকারও দিয়েছেন। আর সন্তান-সন্ততিও হয়েছে আর সন্তানের প্রাপ্য অধিকারও তিনি দিয়েছেন। তাঁর হাতে ধন সম্পদও এসেছে। গবাদি পশুর পালের পর পাল তার হাতে আসতো। হাদীস অনুসারে আমরা জানি অনেক সময় তিনি নির্দ্বিধায়, কাফেরের হাতে তা তুলে দিয়েছেন। এ কারণে যে, সে এমন ঈর্ষাকাতর দৃষ্টিতে এর দিকে চেয়ে ছিল। আর সে ব্যক্তি এ কারণে মুসলমান হয়ে যায়। (সহী মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল)

এ সবকিছু সত্ত্বেও তিনি (সা.) বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করেছেন। আর তিনি (সা.) শুধু এ সব জিনিসকেই সামনে রাখেন নি। তিনি (সা.) বলেছেন, আমার সুন্নত এবং রীতিনীতি অনুসরণ করাও তোমাদের জন্য আবশ্যক। সাধু -সন্ন্যাসী হবে না, এ পৃথিবীতেও বসবাস করতে হবে, এ সব জিনিসও সামনে রাখবে। কেননা, আমি নিজে এ সব করছি বা করেছি।

(সুনান আন নিসাঈ, কিতাবুন নিকাহ)

তাই, আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, এই হাদীসের অর্থ হল, এই ইহজগত যেন আমাদের ইবাদতের পথে বাধা সৃষ্টি না করে। খোদার নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে যেন বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। ধন-সম্পদ উপার্জনে রত থাকলেও তা যেন খোদার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের বিষয়ে আমাদের উদাসীন করতে না পারে। অনুরূপভাবে, অন্যের সম্পদের লোভাতুর দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। কেননা, লোভাতুর দৃষ্টি অন্যের ক্ষতি করার চিন্তাধারার জন্ম দেয়। পৃথিবীতে যত ফ্যাসাদ রয়েছে, তা এই লোভের কারণেই। বড় বড় পরাশক্তিগুলি বিভিন্ন ছোট দেশের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি রাখে, এ জন্য যে, এরা যেন তাদের দয়া ও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে আর এদের যে প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, সেগুলো তারা কুক্ষিগত করতে পারে। কাজেই, এটিই পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টির কারণ। সেই নৈরাজ্য দুই জন ব্যক্তির মধ্যে হোক বা বিভিন্ন বড় বড় শক্তির পরস্পর নিজেদের মধ্যেই হোক না কেন। যখন অন্যের সম্পদের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি থাকে। মহানবী (সা.) বলেছেন, অল্পে তুষ্ট থাকতে হবে। অন্যের সম্পদের দিকে ঈর্ষাকাতর দৃষ্টিতে তাকাবে না। হ্যা! নিজেদের যোগ্যতা, সামর্থ্য, দক্ষতা এবং কৌশলকে কাজে লাগাও, পরিশ্রম কর। মানুষ যদি পরিশ্রম করে সম্পদ উপার্জন করে, তবে তাতে ক্ষতির কিছু নেই। শর্ত হল, সেই সম্পদ খোদা এবং বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের পথে যেন বাদ না সাধে।

বস্তুজগতের প্রতি ঔদাসীন্যের বিষয়টি মহানবী (সা.) নিজে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, এই ইহজগতের প্রতি উদাসীন ও বিমুখ হওয়ার অর্থ এটি নয় যে, নিজের জন্য কোন হালাল বা বৈধ বস্তুকে হারাম বা অবৈধ জ্ঞান করবে। আল্লাহ যা বৈধ করেছেন, তা অবৈধ জ্ঞান করাকে ইহজগতের প্রতি ঔদাসিন্য বলা হয় না আর নিজের সম্পদকে নষ্ট করবে এটিও যেন না হয়। বরং 'যোহদ' বা জগত বিমুখতার অর্থ হল, নিজের সম্পদের চেয়ে বেশি খোদার পুরস্কার এবং ক্ষমার প্রতি যেন তোমার দৃষ্টি থাকে । নিজের সম্পদের দিকে তাকাবে না। আল্লাহর উপর নির্ভর করবে, তাওয়াক্কুল করবে আর যখন কোন সমস্যা দেখা দেয়, এর যে পুরস্কার ও প্রতিদান লাভ হতে পারে, তার উপর যেন তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। সমস্যাকে তোমরা পূণ্যের কারণ মনে কর।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যোহদ)

মানুষের জীবনে সমস্যা এবং বিপদাপদ আসে, সেগুলোকে খোদা মনে করবে না। আর সমস্যার ফলে যে সম্পদ নষ্ট হয়, সে জন্য হা-হুতাশ করবে না, বরং নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ্ তা'লা হয়তো তোমার পরীক্ষা নিচ্ছেন এবং এর প্রতিদান পাবে। আসল বিষয় হল, জাগতিক ধন-সম্পদের ক্ষতির মুখে মানুষ যেন এতটা হা-হুতাশ না করে যা থেকে শিরকের গন্ধ আসতে পারে। অনেক ব্যবসায়ী এমন হয়, যারা আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতির মুখে নিজেদের চিন্তা-চেতনা শক্তি হারিয়ে ফেলে আর অনেকে আত্মহত্যাও করে বসে। যদি খোদার সত্তায় দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তাওয়াক্কুল থাকে, অল্পতুষ্টিতে অভ্যস্ত হয়, তাহলে কখনোই এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় না।

অতএব, তিনি (সা.) আমাদের কাছে অর্থাৎ, মু'মিনদের কাছে, উম্মতের কাছে জগত বিমুখতার এই মান দেখতে চান। আল্লাহ্ তা'লার কৃপা যে, এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা অনেক আহমদীকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে মান্য করার কল্যাণে এই জ্ঞান এবং ব্যুৎপত্তি দান করেছেন যে, জাগতিক ক্ষয়-ক্ষতি তাদের সামনে কোন গুরুত্বই রাখে না। তারা জানেন এবং বুঝেন যে, এমন পরিস্থিতিতে খোদা তা'লার প্রতি পূর্বে চেয়ে আরো বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। আমরা দেখি, পাকিস্তানেও এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও আহমদীদের লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকার ব্যবসা-বাণিজ্য বিরোধিরা ধ্বংস করেছে, নষ্ট করেছে, ভস্মীভূত করেছে। বরং এক সময় পাকিস্তানের এক প্রধান মন্ত্রী বলেছিলেন যে, আমি আহমদীদের হাতে ভিক্ষার ঝুলি ধরিয়ে দেব, তারা ভিক্ষা করে বেড়াবে। এখন তারা ভিক্ষা করবে কেননা, আমি তাদের হাতে ভিক্ষার ঝুলি ধরিয়েছি। কিন্তু খোদার উপর নির্ভরকারী সেই সমস্ত আহমদীরা কোন সরকারের কাছেও হাত পাতে নি আর ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে কোন মানুষের কাছেও হাত পাতে নি। বরং খোদার উপর নির্ভর করার কারণে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ রুপিয়ার ব্যবসা কোটিতে রূপ নিয়েছে।

এতএব, এ সব দৃষ্টান্ত যেখানে আহমদীদের ঈমানকে দৃঢ় করার জন্য, সেখানে পরিস্থিতির কারণে যে সমস্ত আহমদীরা বাইরে বেরিয়েছে তাদের জন্য এবং উন্নত দেশসমূহে আগমনকারী আহমদীদের মধ্যে এ চেতনারও জন্ম দেওয়া উচিত যে, পাকিস্তান থেকে বের হওয়ার পর আল্লাহ তা'লা আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে স্বচ্ছলতা দান করেছেন, তা সম্পূর্নভাবে খোদা তা'লার কৃপা। অতএব, এটি হল খোদার কৃপা ও ফযল। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের কল্যাণেই যেখানে সব কিছু হয়েছে, সেখানে আমাদের পূর্বের চেয়ে উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা যেন কোন অহংকারের কারণ না হয়, এটিকে নিয়ে অহংকার করা উচিত নয়। জগতের কীটদের মত ধন-সম্পদের পিছনে ছুটা উচিত নয়। লোভাতুর দৃষ্টিতে অপরের সম্পদের প্রতি তাকানো উচিত নয়। বরং রসূলে করীম (সা.)-এর উক্তি বা নির্দেশনা অনুসারে কোন কিছুকে যদি ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখতে হয়, তবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের চেয়ে যারা উত্তম অবস্থানে রয়েছে, তাদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। (সুনান তিরমিযী) তাদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মত বা তার চেয়ে উত্তম হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিশদভাবে এ বিষয়টি কুরআনী শিক্ষার আলোকে বর্ণনা করেছেন। রসূলে করীম (সা.)-এর কথা সবচেয়ে বেশি তিনিই বুঝতেন।

জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্য, ধন-সম্পদ কতটা আমাদের সন্ধান করা উচিত বা উপার্জন করা উচিত। একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা জাগতিক কাজকর্মকে বৈধ আখ্যায়িত করেছেন, কেননা এ পথেও মানুষ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। (অর্থাৎ জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্য যদি কেউ না করে বা অর্থনৈতিক অবস্থা যদি শোচনীয় হয়, তাহলেও মানুষ পরীক্ষায় পড়ে, মানুষ সমস্যা জর্জরিত হয়। এই পরীক্ষার ফলশ্রুতিতে মানুষ চুরি করা শিখে, জুয়ারী হয়ে যায়, প্রতারক ও ডাকাত হয়ে যায়, অনেক বদ-অভ্যাসের শিকার হয় আর্থিক দৈন্য দশাও বদাভ্যাসের কারণ হয়ে থাকে।) কিন্তু তিনি (আ.) বলেন, সব কিছুরই এটি সীমা আছে। জাগতিক কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য ততটা কর, যতটা করলে তা ধর্মের কাজে তোমার জন্য সহায়ক হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তোমার ধর্ম হওয়া উচিত। (অর্থাৎ, ধর্ম যেন কখনো গৌণ বিষয় হিসেবে গণ্য না। জাগতিক আয় উপার্জন কর, জাগতিকভাবে লাভবান হও কিন্তু সব সময় খোদা-ভীতি, খোদার তাকওয়া যেন অগ্রগন্য থাকে, ধর্মীয় শিক্ষা যেন দৃষ্টিতে থাকে।) তিনি বলেন- জাগতিক কাজ-কর্ম করতে আমরা বারণ করি না, কিন্তু এ কথাও বলি না যে, দিন-রাত জাগতিক ব্যস্ততা ও কাজ-কর্মে নিমগ্ন থেকে আল্লাহ্ তা'লার জন্য নির্ধারিত স্থানও জাগতিকতায়

পরিপূর্ণ কর। (অর্থাৎ, ইবাদতের সময় খোদাকে স্মরণ না রেখে জাগতিক কাজ-কর্মে লিপ্ত থাকবে, নামাযের সময় ইন্টারনেটে লেগে থাকবে, ছবি বা চলচ্চিত্র দেখায় রত থাকবে বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকবে।) তিনি বলেন, কেউ যদি এমন করে তবে সে আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হয় (তার মুখে কেবল দাবিই থেকে যায় তা সত্যিকার বয়আত নয় বা সত্যিকার ঈমান নয়।) মোটকথা হল, জীবিতদের সহচার্যে থাক যেন জীবন্ত খোদার জালওয়া বা বিকাশ তোমরা দেখতে পাও।" (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৩)

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন- "কেউ যেন এ কথা মনে না করে যে, মানুষেরও ইহজগতের সাথে কোন সম্পর্ক বা সংস্রব থাকা উচিত নয়। আমার কথার অর্থ এটি নয়। আর আল্লাহ্ তা'লা জাগতিক আয়-উপার্জনে বারণ করেন না। বরং ইসলামে সন্যাসব্রত নিষিদ্ধ । এটি ভীরুদের কাজ। (বস্তুজগতকে এড়িয়ে চলাও ভীরুদের কাজ।) মু'মিনের ইহজগতের সাথে সম্পর্ক যত ব্যাপক হয়, তা তার উচ্চ পদমর্যাদার কারণ হয়ে থাকে। (ইহজগতের সাথে সম্পর্ক থাকবে আবার লক্ষ্য ইহজগত হবে না।) কেননা, তার লক্ষ্য হয়ে থাকে ধর্ম। ইহজগত ও ধন-সম্পদ তার ক্ষেত্রে ধর্মের সেবক হয়ে থাকে। তাই আসল কথা হল, ইহজগত যেন তোমার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য না হয়। বরং এর পিছনে মূল উদ্দেশ্য যেন ধর্ম হয় আর এমন ভাবে ইহজাগতিক আয়-উপার্জন করা উচিত যেন তা ধর্মের সেবক হিসেবে কাজ করে। যেমন, মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য অর্থাৎ, সফরের জন্য পাথেয় সাথে নেয়, কিন্তু তার মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে গন্তব্যে পৌঁছাঁনো, বাহন নয় আর পথের পাথেয়ও নয়। অনুরূপভাবে, মানুষ ইহজাগতিক আয়-উপার্জন করবে কিন্তু সে সেগুলোকে ধর্মের সেবক হিসেবে নিবে।

এ প্রেক্ষাপটে কুরআনে আল্লাহর শিখানো দোয়া

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنۡیَا حَسَنَۃً وَّفِی الۡاٰخِرَۃِ حَسَنَۃً (সূরা আল বাকারা ২০২) এর উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এই যে শিক্ষা দিয়েছেন যে, رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنۡیَا حَسَنَۃً وَّفِی الۡاٰخِرَۃِ حَسَنَۃً (সূরা আল বাকারা ২০২) এতেও আল্লাহ্ তা'লা দুনিয়াকে অগ্রগন্য করেছেন, কিন্তু কোন দুনিয়াকে? حَسَنَۃُ الدُّنۡیَا কে। সেই জগতের কল্যাণরাজিকে অগ্রগন্য করেছেন, যা পারলৌকিক কল্যাণরাজিতে পর্যবসিত হবে। এ দোয়া শিখানোর মাধ্যমে পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় যে, মু'মিনের ইহজাগতিক আয়-উপার্জনের ক্ষেত্রে পারলৌকিক হাসানা বা পারলৌকিক কল্যাণকে দৃষ্টিতে রাখা উচিত। একই সাথে حَسَنَۃُ الدُّنۡیَا শব্দের মাধ্যমে জাগতিক আয়-উপার্জনের সেই উত্তম উপায়-উপকরণের কথাও এসে গিয়েছে, যা একজন মু'মিন মুসলমানকে জাগতিক আয়-উপার্জনের ক্ষেত্রে অবলম্বন করা উচিত। ইহজাগতিক আয়-উপার্জন সকল অর্থে কর, যা অবলম্বনের পিছনে থাকবে কল্যাণ ও মঙ্গল। সেই রীতি নয়, যা অন্য কোন মানুষের কষ্টের কারণ হবে, যা সাথীদের মাঝে কোন প্রকার লাঞ্ছনা বা অসম্মানের কারণ হবে, এমন ইহজাগতিক আয়-উপার্জন অবশ্যই পারলৌকিক কল্যাণের কারণ হয়।" (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯১-৯২)

এরপর শাস্তি ও জাহান্নামের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, জাহান্নাম কী জিনিস, তা বুঝতে হবে। একটি জাহান্নাম হল সেটি, আল্লাহ্ তা'লা যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, মৃত্যুর পরের জীবনের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়তঃ এ জীবনও যদি খোদার খাতিরে অতিবাহিত না হয়, অর্থাৎ ইহজীবন, তাহলে এটি জাহান্নাম। আল্লাহ্ তা'লা এমন মানুষকে কষ্ট থেকে পরিত্রাণ দেওয়া বা তার সুখ-সাচ্ছন্দের দায়িত্ব নেন না। এ কথা মনে করো না যে, বাহ্যিক ধন-সম্পদ, রাজত্ব, সন্তানের আধিক্য কোন ব্যক্তির জন্য প্রশান্তি এবং সুখের কারণ হতে পারে! আর সেটি বেহেশত গণ্য হবে এমন নয়। (অর্থাৎ, এ সব জিনিস প্রশান্তির কারণ নয় আর এর ফলে বেহেশতও লাভ হয় না।) তিনি বলেন- মোটেই নয়। (এমন জিনিস বেহেশতের কারণ হয় না) সেই প্রশান্তি ও সুখ, যা জান্নাতের নেয়ামতরাজির অন্তর্গত, তা এ সব বিষয়ের মাধ্যমে লাভ হয় না, তা খোদার সত্তায় জীবিত থাকা ও মৃত্য বরণ করার ফলে লাভ হয়। (প্রতিটি মুহূর্ত যদি খোদা তা'লা সামনে থাকেন, তবেই এগুলো লাভ হওয়া সম্ভব। জাগতিক হাসানা বা কল্যাণরাজিও খোদার নির্দেশ অনুসারে যদি মানুষ অর্জন করে, তাহলে পারলৌকিক কল্যাণরাজি লাভ হওয়া সম্ভব। খোদা যতক্ষণ সামনে না থাকবেন অর্থাৎ সব সময় যদি এটি দৃষ্টিপটে না থাকে যে, খোদা আমাকে দেখছেন, ততক্ষণ মানুষ এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না।) যে উদ্দেশ্যে নবীগণ, বিশেষকরে ইব্রাহীম ও ইয়াকুব (আ.)-এর প্রতি এই নসীহত ছিল যে, لَا تَمُوۡتُنَّ اِلَّا وَاَنۡتُمۡ مُّسۡلِمُوۡنَ (সূরা আল বাকারা ১৩৩) (অর্থাৎ, যতক্ষণ অনুগত না হবে, বা যতক্ষণ সমর্পিত না হবে, ততক্ষণ তোমরা মরবে না। মৃত্যু মানুষের নিয়ন্ত্রণে নেই। জানে না মৃত্যু কখন আসবে। এ আয়াতের অর্থ হল, সব সময় খোদার নির্দেশের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে আর পরকালের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে) তিনি (আ.) বলেন- "ইহজাগতিক আনন্দ এবং ভোগবিলাস এক প্রকার অপবিত্র পিপাসার জন্ম দেয়। এটি চাহিদা এবং পিপাসা বৃদ্ধি করে। (জাগতিক আনন্দ ও ভোগবিলাস কী? ইহজাগতিক পিপাসা ও চাহিদা বৃদ্ধির নাম) পিপাসার রুগীর মত, পিপাসা নিবারণ হয় না (এমন রোগী, যে পিপাসা লাগার ব্যধিতে আক্রান্ত, সে অনবরত পানি পান করতে থাকে আর পানি পান করতে করতে ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু তার পিপাসা জাগতিক কামনা-বাসনার চিত্র একই, জাগতিক কামনা-বাসনা বা চাহিদা কখনো পূর্ণ হয় না।) এবং এক পর্যায়ে সে ধ্বংস হয়ে যায়। অতএব, এই অযথা চাওয়া-পাওয়াএবং আক্ষেপের অগ্নি বস্তুতঃ জাহান্নামেরই অগ্নি।" (জাগতিক চাওয়া-পাওয়া আর আক্ষেপ, এগুলো অগ্নি এবং জাহান্নাম) যা মানুষের হৃদয়কে শান্তিতে থাকতে দেয় না। বরং তাকে এক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, উৎকণ্ঠা ও ব্যকুলতার অতল সাগরে ছেড়ে দেয়। তিনি বলেন, তাই এ বিষয়টি আমার বন্ধুদের যেন আদৌ দৃষ্টির আড়ালে না থাকে যে, মানুষ ধন-সম্পদ বা স্ত্রী-সন্তানের ভালোবাসার আবেগে আর নেশায় যেন এমন মত্ত না হয়ে যায় যে, তার এবং খোদার মাঝে পর্দা সৃষ্টি হয়। (এ সমস্ত জিনিসের কারণে খোদার সাথে যেন দুরত্ব সৃষ্টি না হয়।) ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিকে এ কারণেই ফেতনা ও পরীক্ষা রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এর ফলে মানুষের জন্য এক প্রকার দোজখ প্রস্তুত হয়ে যায়। এগুলো থেকে যখন বিচ্ছিন্ন করা হয়, তখন মারাত্মকভাবে ব্যাকুল এবং উৎকণ্ঠিত হয়। আর এভাবে نَارُ اللّٰہِ الۡمُوۡقَدَۃُ الَّتِیۡ تَطَّلِعُ عَلَی الۡاَفۡـِٕدَۃِ (সূরা আল হুমাযা, ৭-৮) (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যা হৃদয়ের গভীরে গিয়ে পৌঁছে।) এটি তখন আর কথার কথা থাকে না, বরং বাস্তব রূপ ধারণ করে। আর এটি মানুষের হৃদয়কে জ্বালিয়ে অকেজো করে তুলে আর কয়লা থেকেও বেশি কালো করে তুলে। এটি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে যদি ভালোবাসা হয় তবে তা আগুনের রূপ নেয়।" (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০১-১০২)

অতএব, এ সব দেশের সুখ-স্বচ্ছলতা এবং স্বচ্ছলতা আল্লাহ্‌র ইবাদতের বিষয়ে যেন উদাসীন করতে না পারে, তাঁর প্রাপ্য অধিকার প্রদানে যেন উদাসীন করতে না পারে। আমাদের আর্থিক সাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছলতা আমাদের চেয়ে আর্থিকভাবে দুর্বল ভাইদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা থেকে যেন বিরত না রাখে। অনুরূপভাবে ইসলামের প্রচার ও ইসলামের তবলীগের ক্ষেত্রে আমরা যেন আমাদের ভূমিকা পালন করতে পারি। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ভুলে গেলে চলবে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের উদ্দেশ্য এটিই যে খোদার প্রাপ্য অধিকারও প্রদান করতে হবে এবং বান্দাদের প্রাপ্যও দিতে হবে আর ইসলাম প্রচার তবলীগের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তা-ও পালন করতে হবে। আর এভাবে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার যে অঙ্গিকার তা যেন আমরা রক্ষা করতে পারি। আমরা সব সময় খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানে থাকব, এটিই যেন হয়। ইহজাগতিক প্রহসনের জীবন যেন আমাদের উপর কখনোই প্রভুত্ব করতে না পারে। আমরা যেন ইহজাগতিক জাহান্নাম থেকেও এবং পারোলৌকিক জাহান্নাম থেকেও নিরাপদ থাকি। খোদার কৃপারাজি এবং তাঁর সন্তুষ্টি যেন আমাদের ইহজগতকেও জান্নাতে পরিণত করে এবং পরকালেও যেন আমরা জান্নাত লাভ করতে পারি।

নামাযের পর দুই ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়াব। একটি শ্রদ্ধেয় বিশারত আহমদ সাহেবের, যিনি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেবের পুত্র। তিনি রহীম ইয়ার খান জেলার খানপুরের অধিবাসী ছিলেন। ৩রা মে তাকে শহীদ করা হয়েছে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। শাহাদাতের বিস্তারিত বিবরণ হল, বিশারত আহমদ শহীদের বাড়ি খানপুরের গ্রীন টাউনে অবস্থিত। তার পেট্রোল পাম্পের ব্যবসা ছিল। চার-পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। ৩রা মে রাত ৮টার সময় প্রতিদিনের ন্যায় প্রেট্রোল পাম্প থেকে মোটর সাইকেলে চেপে বাড়ি যাচ্ছিলেন। এক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতেই অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি তাকে থামিয়ে খুব কাছে থেকে গুলি করে, যা ডান কানের দিক থেকে ভেদ করে অপর প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। ১০ মিনিট পর তাঁর জামাতা, পেট্রোল পাম্প থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি দেখেন যে, রাস্তায় মানুষ দাড়িয়ে আছে, মানুষের ভিড় রয়েছে। তিনিও সেখানে এসে দেখেন, তার শ্বশুর লুটিয়ে পড়ে আছেন। তাৎক্ষণিকভাবে এম্বুলেন্স ডাকেন, কিন্তু এম্বুলেন্স আসার পূর্বেই শহীদ ইন্তেকাল করেন। প্রথমে তার জামাতা

ভেবেছিলেন যে, সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু রাতে একজন আহমদী ডাক্তার দেখে বলেন, তার কানে গুলি লেগেছে। পুনরায় পুলিশকে জানানো হয়েছে, ময়নাতদন্ত হয়েছে। পুলিশও বলেছে যে, এটি টার্গেট কিলিং, আহমদীয়াতের কারণে তাকে শহীদ করা হয়েছে। পুলিশ পরে গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে গুলির খোলও উদ্ধার করে। শহীদ মরহুমের বংশে তার পিতা জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াতের সূচনা হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর হাতে দেশবিভাগের পূর্বেই বয়আত করেছিলেন। ১৯৪৭ সনে তার পরিবার কাদিয়ান থেকে হিজরত করে পাকিস্তানের মিয়াওয়ালীতে স্থানান্তরিত হয়। ভক্ষরে ১৯৫৫ সনে তার জন্ম হয়, সেখানেই নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। এরপর রাবওয়া এবং আহমদ নগর-এ পড়াশোনা করেন। কিছু দিন তিনি তারভেলা ড্যামে চাকুরী করেন। এরপর কিছু কালের জন্য তিনি দুবাই চলে যান। সেখান থেকে ফিরে এসে করাচীতে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তিনি গাড়ির ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৮৫ সনে করাচীর পরিস্থিতির অবনতির কারণে খান পুর চলে আসেন। সেখানে পেট্রোল পাম্পের ব্যবসা আরম্ভ করেন। শহীদ মরহুম আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মূসী ছিলেন। শাহাদাতের সময় তার বয়স ছিল ৬২ বছর। বিভিন্ন পদে খেদমত করার তৌফিক পেয়েছেন। খান পুরে ৩ বছর প্রেসিডেন্ট ছিলেন, দীর্ঘকাল সেক্রেটারী উমরে আমা হিসেবেও খেদমতের তৌফিক হয়েছে। বহু গুণাবলীর আধার ছিলেন। অত্যন্ত নিবেদীত প্রাণ এবং প্রফুল্ল-চিত্ত ব্যক্তি ছিলেন, আর অন্যদেরকেও খুশি রাখতেন, আনন্দিত রাখতেন। যে জামা'তী দায়িত্বই তার উপর ন্যস্ত করা হত, গভীর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে পরিশ্রম করে দায়িত্ব পালন করতেন। খান পুরের জামা'তে আহমদীয়ার মসজিদের তত্ত্বাবধানের প্রেক্ষাপটে অনেক দায়িত্ব পালন করতেন। সেটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, বাগান ইত্যাদি দেখাশোনা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, গাছপালা লাগানো- এসব কিছুর ব্যয়ভার নিজেই বহন করতেন। তিনি নিয়মিত চাঁদা দিতেন এবং তার পরিবারের সদস্যদের চাঁদাও তিনি নিয়মিত আদায় করতেন। লেনদেনের বিষয়ে সব সময় তিনি পরিষ্কার ছিলেন। নামাযে খুবই সচেতন ছিলেন, খিলাফতের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল। সন্তানদের সব সময় খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার নসীহত করতেন। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নিত করুন, তার সন্তান--সন্ততিকে আহমদীয়াতের সাথে সব সময় সম্পৃক্ত রাখুন।

দ্বিতীয় জানাযাটি হল, প্রফেসর তাহেরা পারভীন মালেক সাহেবার। যিনি মালেক মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ মরহুম সাহেবের কন্যা ছিলেন। তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ছিলেন। ১৭ ই এপ্রিল তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মচারী ছুরি মেরে শহীদ করে । যদিও বাহ্যত চুরি করার জন্য সে এসেছিল কিন্তু সে যখন দেখে যে, এই মহিলা তাকে চিনে ফেলেছে, এ কারণে সে হত্যা করেছে। কিন্তু পাকিস্তানে আহমদী হওয়াই অন্যদেরকে হত্যার লাইসেন্স দিয়ে থাকে যে, এদেরকে হত্যা কর, তোমাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। এ কারণেই এই কর্মচারীর ভিতর ধৃষ্টতা সৃষ্টি হয়েছে যখন সে দেখল যে, এখন ধরা পড়বে। ভদ্র মহিলা বাড়িতে একাই থাকতেন, ছুরি মেরে তাকে হত্যা করা হয়, শহীদ করা হয়েছে। তার স্বামী এবং স্বামীর বংশ জামা'ত ছেড়ে দেয়। তখনই তিনি স্বামীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন আর একাই থাকতেন। খুবই মেধাবী ছিলেন। গত বছর অবসর গ্রহণ করা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় তাকে তার যোগ্যতার কারণে পুনঃনিয়োগ দিয়ে রাখে। তার বংশে আহমদীয়াত তার দাদা, হযরত মালেক হাসান মুহাম্মদ সাহেব (রা.)-এর মাধ্যমে আসে, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তার পিতা মালেক আব্দুল্লাহ্ সাহেব ওয়াকফে জীন্দেগী ছিলেন আর দীর্ঘ দিন বিভিন্ন অফিসে ও কলেজে, তালিমুল ইসলাম কলেজে দ্বীনিয়্যাত পড়ানোর তৌফিক হয়েছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় তার পিতা নিরাপত্তা বিভাগেও কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। ১৯৫৩ সনে তার পিতা আল্লাহর পথে বন্দিও হয়েছেন। কারাগারে বন্দি জীবন কাটিয়েছেন। খুবই মেধাবী এক ভদ্র মহিলা ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা রাবওয়া থেকেই অর্জন করেন। এরপর লাহোর থেকে বি. এস. সি. করেন তারপর পাঞ্জাব কৃষিবিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম. এস. সি. পাশ করেন। এরপর ক্যালিফোর্নিয়া থেকে বোটানী এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞানে এম. ফিল. করেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার মাগফেরাত করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার হৃদয়ের এক ব্যথা ও বেদনা এটি ছিল যে, তার মেয়েও পিতার সাথে জামা'ত ছেড়ে দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাকে তৌফিক দিন পুনরায় জামা'তভু ক্ত হওয়ার এবং তার দোয়া যেন মেয়ের পক্ষে গৃহীত হয়। যেভাবে আমি বলেছি, তারও জানাযা পড়ানো হবে।

দুইয়ের পাতার পর...

তিনি এই সমস্ত অ-স্বভাবজাত ও অপ্রয়োজনীয় বোঝা থেকে মানবজাতিকে মুক্তি দিয়েছেন। রোযার আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

'আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জন্য সহজ চান আর তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে চান না।'

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এই যে, রোযা সম্পূর্ণভাবে রহমত, মুসলমানরা অজ্ঞানতা এবং নির্বুদ্ধিতার কারণে একে কষ্টদায়ক বানিয়ে ফেলেছে। কিছু লোক তো এই সম্বন্ধে এত শিথীলতা করেছে যে, তাদের রমযানে কোন পরোয়া নেই। পবিত্র রমযান মাস আসে আর তার ফযল ও রহমত বর্ষণ করে চলে যায়। কিন্তু তাদের খবর পর্যন্ত থাকে না যে, রমযান এল এবং চলে গেল। আর কিছু লোক এর মধ্যে কট্টরতা অবলম্বন করে। সমস্ত রোযাকে তারা ইসলাম মনে করে। আর সমস্ত অসুস্থ, দুর্বল, বৃদ্ধ, গর্ভবতী, স্তনদানকারী এবং শিক্ষার্থীর জন্যও তারা বিশ্বাস রাখে যে, তারা যেন অবশ্যই রোযা রাখে। যদিও অসুস্থতা বেড়ে যায় অথবা স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে।

ইসলাম হল ফিতরতের ধর্ম। কখনই এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, মানুষকে তার সফলতার পথ থেকে সরিয়ে দিবে। এর কারণ এটাই যে, ইসলাম নিজের কিছু বিধি-বিধানের এমন কিছু শর্ত নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, যদি এই শর্ত কারো মধ্যে পাওয়া যায় তবে যেন এই হুকুমের উপর আমল করে আর যদি না পাওয়া যায় তবে যেন না করে। যেমন হজ্জ, যাকাত ইত্যাদির বিধি বিধান। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

'আর যে অসুস্থ অথবা মুসাফির হয় তা হলে সে যেন অন্য দিন গণনা পূর্ণ করে। আর আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জন্য সহজ চান কঠিন চান না। '

(আল-বাকারা: ১৮৬)

অসুস্থ এবং মুসাফিরদের রোযা রাখার বিধি বিধান সম্বন্ধে এই যুগের হাকামান আদালান সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

যে ব্যক্তি অসুস্থ এবং মুসাফির অবস্থায় রোযা রাখে সে খোদা তা'লার স্পষ্ট হুকুমের অস্বীকার করে। খোদা তা'লা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন অসুস্থ এবং মুসাফির যেন রোযা না রাখে। অসুস্থ সুস্থ হলে, মুসাফির সফর শেষ হলে রোযা রাখবে। খোদার এই হুকুমের উপর করা উচিত কেননা নাজাত ফযলের ফলে হয়। নিজের আমলের জোর দেখিয়ে কেউ নাজাত পেতে পারে না। খোদা তা'লা এটা বলেন নি যে, অসুস্থতা ছোট অথবা বড় আর সফর ছোট বা বড় বরং হুকুম সাধারণ ভাবে দেওয়া হয়েছে। আর এর উপর আমল করা উচিত। অসুস্থ এবং মুসাফির যদি রোযা রাখে তাহলে তার উপর আদেশ ভঙ্গের ফতওয়া অব্যশ্যই লাগবে।

(বদর, ১৭ই অক্টোবর, ১৯০৭, ফিকাহ আহমদীয়া-২৯০)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) বলেন:

" রমযান মাসে সফর করা অবস্থায় রোযা রাখা সম্পর্কে প্রকৃত পক্ষে আপনারা যদি গভীরভাবে চিন্তা করেন তবে দেখবেন এতে নেকী নেই। কেননা মানুষ রমযান মাসে সকলে মিলে রোযা রাখে আর যদি রমযানের পরে রোযা আলাদাভাবে রাখতে হয় তবে বুঝা যায় যে, কঠিন কাজ ছিল। কিছু লোক নেকীর বাহানায় সহজ চায়। আর বলে যে, রোযাকে টালবাহানা করে যতগুলো চলে যায় যাক তা না হলে পরে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে। তো যাই হোক আল্লাহ্ অন্তর্যামী, তাঁকে ধোঁকা দেওয়া সম্ভব নয়। "

হুযুর (রহ.) আরও বলেন:

আপনি পুনরায় বিশ্লেষণ করে দেখলে জানতে পারবেন যে, অধিকাংশ সফরে রোযা পালনকারী এই জন্য রোযা রাখে যে, এখন রমযান মাস চলছে সবাই রোযা রাখছে আমিও রেখে নিই। পরে আর কে রাখবে?

কিছু পিতা মাতা তাদের ছোট ছোট বাচ্চাদের রোযা রাখতে বলেন আর পরে তারা গর্ব করে বলেন যে, আমার বাচ্চা এতগুলো রোযা রেখেছে, তাদের রোযা রাখানোর উদ্দেশ্য এটাই যে, পরে তারা যেন ফলাও করে বলে বেড়াতে পারে। আসলে এটা বাচ্চাদের উপর যুলুম করা এবং রোযা থেকে তাকে বিতশ্রদ্ধ করে তোলার নামান্তর।

স্তনদানকারী এবং গর্ভবতীর সম্বন্ধে আঁ হযরত (সা.)-এর বাণী আছে। তিনি বলেন- আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে রোযা থেকে অব্যহতি দিয়েছেন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (আ.) বলেন:

বৃদ্ধ যার শক্তি শেষ হয়ে গেছে আর রোযা তাকে জীবনের বাকী কাজ থেকে বঞ্চিত রাখে তার জন্য রোযা রাখা নেকী নয়। তারপর সেই শিশু যার শক্তি অর্জনের অধ্যায় চলছে আর সামনে ৫০/৬০ বছরের জন্য শক্তি সঞ্চয় করছে তার জন্য রোযা রাখা নেকী হতে পারে না। কিন্তু যার মধ্যে শক্তি আছে আর সে রমযান পায় সে যদি রোযা না রাখে তবে সগুনাহর ভাগীদার হবে।

(আল-ফযল, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫, ফিকাহ আমহদীয়া-২৯১)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান The Weekly BADAR Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019, Vol. 2. Thursday, 8th June 2017 Issue No. 23

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872 224 757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

কানাডিয়ান পার্লামেন্টে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

[অনুবাদ: মির্যা সফিউল আলম] (অষ্টম পর্ব)

অতঃপর কুরআন করীমের সূরা হুজরাতের ১০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন-যদি কোন জাতি বা জাতি সমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ দেখা দেয় তবে প্রতিবেশী বা মিত্র দেশগুলির উচিত তাদের মধ্যে মিমাংসা করে দেওয়া। যদি আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হয় তবে সমস্ত দেশকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অত্যাচারী দেশটির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। অতঃপর অন্যায়কারী দেশটি যদি ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তবে না তার উপর অন্যায্যভাবে বিধি-নিষেধ চাপিয়ে দেওয়া উচিতআর না তাকে অপদস্ত করা উচিত বরং তার এই সদগুণের কারণে এমন দেশকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত যাতে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমরা যদি বর্তমানে মুসলিম দেশগুলির মধ্যে বিরজমান বিবাসমূহকে নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করি তবে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হব যে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার নীতিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। যদি প্রতিবেশী দেশগুলি নিজেদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নিরপেক্ষভাবে মধ্যস্থতা করত তবে অনেক পূর্বেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। তথাপি বর্তমান অশান্তির কারণ কেবল ইসলামী দেশগুলিই নয় বরং এই অশান্তির পিছনে আমাদের এই 'বিশ্ব-পল্লী'-র অন্যন্য দেশেরও যথেষ্ট ভূমিকা আছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যদি বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলি প্রত্যেক যুগে ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিত তবে আজকে আমাদেরকে এই সমস্ত নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হতে হত না। দাঈশও থাকত না আবার সিরিয়া ও ইরানের উগ্রবাদী সংগঠনগুলিও আত্মপ্রকাশ করত না। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, পৃথিবীর কয়েকটি বৃহৎ শক্তি শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিজেদের ভূমিকা পালন করে নি বরং তারা এমন পন্থা বার করেছিল যাতে তাদের স্বার্থ জড়িত ছিল। উদাহরণস্বরূপ- পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশের (শকুনি) দৃষ্টি সবসময় আরব দেশসমূহের খনিজতেল ভাণ্ডারের দিকেই নিবদ্ধ থেকেছে আর এটি দীর্ঘকাল যাবৎ তাদের বিদেশনীতিতে ছাপ রেখেছে যার ফলে ঐ সকল দেশগুলি সম্ভাব্য পরিণামকে উপেক্ষা করে বিপুল হারে আরব দেশসমূহকে যুদ্ধ-সরঞ্জাম বিক্রয় করেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি যা কিছু বলছি তা কোন নতুন বা গোপনীয় বিষয় নয় বরং এই সত্য নথি আকারেও বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ- ২০১৫ সালে আমনেস্টী ইন্টারন্যাশনাল-এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- " দশকের পর দশক ধরে অবাধ ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাণিয্য-নীতি দাঈশের মত উগ্রপন্থার জন্ম দিয়েছে।" এই প্রতিবেদন অনুসারে করা অস্ত্র-সমূহের অধিকাংশই যা দাঈশ ব্যবহার করে সেগুলি রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত হত। অধিকন্তু আর্মস কন্ট্রোল এট আমনেস্টি-এর একজন গবেষক মি.পেট্রিক ভেলকান নিজের গবেষণাপত্রে লিখেন যে- " দাঈশ-এর ব্যবহারে নিত্য-নতুন বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্র-শস্ত্র একটি স্পষ্ট উদাহরণ যে, কীভাবে কোন প্রকার সতর্কতা অবলম্বন ছাড়াই অস্ত্রের অবাধ বানিয্য বেড়ে চলেছে এবং এটি কিভাবে ব্যপক পরিসরে হানাহানি ও নৈরাজ্যের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: নিঃসন্দেহে এটি একটি স্বীকৃত সত্য যে, মুসলমান দেশগুলির কাছে মধ্য-প্রাচ্যে ব্যবহৃত এমনসব অত্যাধুনিক অস্ত্র তৈরীর উন্নত মানের কারাখানা নেই। সুতরাং মুসলিম দেশগুলিতে যে সব যুদ্ধ-সরঞ্জাম ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলির সিংহভাগই বাইরের দেশ থেকে আমদানি করা হচ্ছে। যদি বৃহৎ শক্তিগুলি অস্ত্র বেচাকেনা বন্ধ করে দেয় এবং এটি সুনিশ্চিত করে যে, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশ, বিদ্রোহীদল এবং উগ্রবাদীদেরকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তবে খুব দ্রুতই এই ধরণের সংঘাতের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে। উদাহরণস্বরূপ এটি সর্বজনবিদিত যে, সঊদী আরব ইয়ামানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পাশ্চাত্যের দেশগুলি থেকে ক্রয় করা সমরাস্ত্রগুলিই প্রয়োগ করছে যাতে মহিলা ও শিশু সমেত হাজার হাজার নিষ্পাপ মানুষ নিহত হচ্ছে এবং অঢেল সম্পদ ধ্বংস স্তুপে পরিণত হচ্ছে। হাতিয়ারের এমন ব্যবসার পরিণাম কি দাঁড়াবে? ইয়ামানের মানুষ, যাদের জীবন ও ভবিষ্যত বিপন্ন কতে তোলা হচ্ছে, তাদের মনে সৌদি আরবের প্রতি কেবল বিদ্বেষ জন্ম নিবে বা তারা সৌদি আরবের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে-কেবল এমনটিই নয় বরং তারা সঊদী আরবকে অস্ত্র সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করে পাশ্চাত্যের প্রতিও বিতশ্রদ্ধ হয়ে উঠবে। তাদের যুবক প্রজন্মের কাছে ভবিষ্যতের কোন আশা থাকবে না এমন বীভৎস অত্যাচার দেখার পর এই যুবক সম্প্রদায় উগ্রপন্থার প্রতি আকৃষ্ট হবে। এইভাবে উগ্রবাদের এক নতুন ভয়াবহ যুগের সূত্রপাত ঘটবে। এমন বিধ্বংসী ও ঘৃণ্য পরিণামের বিপরীতে কয়েক কোটি ডলার কি-ই বা মূল্য রাখে!

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অতএব এটি আজ কেবল মুসলমান দেশগুলির জন্যই বিপদ নয় যা বর্তমানে পৃথিবীতে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে, বরং এর পরিসর অনেক বিস্তৃত। যেরূপ আমরা প্যারিস, ব্রাসেলস এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী আক্রমণ প্রত্যক্ষ করেছি। অনুরূপভাবে আমরা কানাডাতেও বিগত দু-এক বছরে ছোট আকারে সন্ত্রাসবাদের ঘটনা ঘটতে দেখেছি যা সম্পর্কে আপনারা সম্যক অবগত আছেন। এটি ঠিক যে, কানাডা আরব দেশসমূহ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু তা সত্বেও আমরা জানি যে, মুসলমান যুবকরা সন্ত্রাসী সংগঠনে যোগ দিতে এখান থেকে সিরিয়া ও ইরাকে পৌঁছে গেছে। সব থেকে বড় বিপদের কথা হল এই যে, কানাডা সরাকারের নিজস্ব পরিসংখ্যন অনুযায়ী সিরিয়া ও ইরাক পাড়ি দেওয়া লোকদের মধ্যে ২০ শতাংশ মহিলা যার অর্থ হল মহিলারা যে কেবল উগ্রবাদের শিকারে পরিণত হয়েছে তাই নয় বরং, তারা নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের মন ও মস্তিষ্ককেও বিষিয়ে তুলবে। এই উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদের সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য আমাদের এর কারণ ও লক্ষণাবলীকে বিশ্লেষণ করা জরুরী । বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্যে বসবাসকারী মুসলমানদের অধিকাংশই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল নয় কিম্বা ইসলামী শিক্ষার মৌলিক বিষয়গুলি সম্পর্কেও অবহিত নয়। অতএব তাদের এই উগ্রবাদ কোন মতবাত বা দৃষ্টিভঙ্গির ফসল নয় বরং ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমার মতে অনলাইন মৌলবাদ কিম্বা মসজিদে বিদ্বেষপূর্ণ শিক্ষার প্রসার অথবা উগ্রবাদ সম্বলিত লিটেরেচার প্রচার করা ছাড়াও পাশ্চাত্যে বসবাসকারী মুসলিম যুবকদের উগ্রবাদের পথ অবলম্বন করার একটি বড় কারণ হল অর্থনৈতিক বিপর্যয়। কয়েকটি প্রকাশিত প্রতিবেদন বিষয়টির স্বীকৃতি জানিয়েছে। মুসলমান যুবকদের একটি বিরাট অংশ এমন রয়েছে যারা উচ্চ শিক্ষা অর্জন করা সত্বেও উপযুক্ত চাকরি পায়নি। যার কারণে তারা সমাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অতএব এই সামাজিক সংকটের কারণে তারা উগ্রবাদ বা মৌলবাদের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছে। অতএব যদি যুবকদেরকে উন্নতির সুযোগ তৈরী করা হয় এবং তাদেরকে কাজ দেওয়া হয় তবে সেটি দেশের শান্তি ও সুরক্ষার কারণ হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি বৈশ্বিক-স্তরে বৃহত শক্তিগুলি এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের ন্যায় প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের মৌলিক নীতিসমূহকে সর্বাবস্থায় বাস্তবায়িত করত তবে আমরা আজ পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে সন্ত্রাসবাদের ন্যায় মারাত্মক ব্যাধির সম্মুখীন হতাম না, আর পৃথিবীর শান্তি ও সুরক্ষাকে অবিরামভাবে পদদলিত হতে দেখতাম না কিম্বা শরণার্থীদের নিয়ে এমন গম্ভীর সমস্যা দেখা দিত না যা ইউরোপ ও বিভিন্ন উন্নত দেশের মানুষের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করেছে। লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ নিজেদের দেশ থেকে পলায়ন করে ইউরোপে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ এখানে কানাডাতেও সন্ত্রাসীদের হাত থেকে বেঁচে এসেছে। এই সন্ত্রাসীরা তাদের দেশের পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলেছে।

(ক্রমশঃ.....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir